শিক্ষা কোন বাণিজ্যিক পণ্য নয় এটি মানুষ গড়ার উপকরণ

প্রফেসর ড. ইয়াসমীন আরা লেখা
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।

প্রফেসর ড. ইয়াসমীন আরা লেখা। উত্তরা ইউনিভার্সিটির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর। এর আগে একই ইউনিভার্সিটিতে ডীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বি.এ. অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এড. ও এম.এড. ডিগ্রি এবং ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন। উত্তরা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ই.ডি.আই. নামে একটি বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সম্প্রতি তার সঙ্গে সাপ্তাহিক অর্থবিত্ত প্রতিনিধি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও আসন্ন জাতীয় বাজেট ২০১২-'১৩ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। নিম্নে তা উপস্থাপিত হলো।

সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন : মাসুদ রানা ◻ তাহমিনা পাতা

অর্থবিত্ত : আপনি সম্প্রতি উত্তরা ইউনিভার্সিটির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর আগে আপনি ডীন হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে দেশে বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে উত্তরা ইউনিভার্সিটি বিশেষ একটি স্থান অধিকার করে নিতে পেরেছে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন। এ সাফল্য অর্জনে কোন্ বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে আপনি মনে করেন?

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা : আমাকে সম্প্রতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর উত্তরা ইউনিভার্সিটির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগদান করেছেন। এর জন্যে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বি.এ. অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করি। পরবর্তীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এড. ও এম.এড. ডিগ্রি অর্জন করি। ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি পিএইচ.ডি. ডিগ্রিও লাভ করেছি।

উত্তরা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ই.ডি.আই. নামে একটি বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলাম। অতএব আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে আমি উত্তরা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা অনুষদের ডীনের দায়িত্ব লাভ করি। এর পাশাপাশি আমি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের চেয়ারপার্সনের দায়িত্বও পালন করেছি। এ অনুষদের বা এ স্কুলের অধীনের দুটি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে- এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ও ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। এ দুটি

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

ডিপার্টমেন্ট বি.এড., এম.এড., বি.এড. অনার্স, বি.পি.এড. ও এম.পি.এড.-এর মতো প্রফেশনাল ডিগ্রি দিয়ে থাকে। এ ডিগ্রি অর্জন করার পর ডিগ্রিধারীগণ স্কুল, কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক বা প্রশিক্ষক বা ক্রীড়া কর্মকর্তার দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করে যাচ্ছেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, উত্তরা ইউনিভার্সিটিই বাংলাদেশে প্রথম ইউনিভার্সিটি (সরকারি বেসরকারি সমেত) যেখানে এডুকেশন ও ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট চালু আছে। বাংলাদেশে একমাত্র উত্তরা ইউনিভার্সিটিতেই এম.পি.এড. ডিগ্রি চালু আছে। আজ অবধি এ প্রোগ্রাম বা এম.পি.এড. প্রোগ্রাম অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় চালু করেনি। এটি উত্তরা ইউনিভার্সিটির একটি সাফল্য।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে উত্তরা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠা ২০০৩ সালে। এ বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিশেষ একটি স্থান অধিকার করার বা সাফল্য অর্জনের পেছনে যে সব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে সেগুলো হচ্ছে-

* ডার ট্রাস্ট-এর চেয়ারম্যান ও উত্তরা ইউনিভার্সিটির বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলরের প্রজ্ঞা, আন্তরিকতা ও সেবামূলক মনোভাব। মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি কম্প্রোমাইজ করেন না।
* শুরু থেকেই অর্থাৎ ২০০৩ সালের মাঝামাঝি থেকে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মটো (motto) হচ্ছে সাশ্রয়ী খরচে মানসম্পন্ন শিক্ষাদান। এ মটো (motto) বাস্তবায়নে আমরা আন্তরিক ও নিবেদিত। এর ফলে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ও সমৃদ্ধ হচ্ছে।
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া/শিক্ষাদানই হচ্ছে আমাদের জীবনের ব্রত। এটি আমাদের নেশা। অতএব শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে আমরা ঐকান্তিক। অতএব আমরা উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও দেশের অন্যত্র যেমন বগুড়া ও গোপালগঞ্জে আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছি ও পরিচালনা করে যাচ্ছি।
* মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের প্রথম শর্তই হচ্ছে মানসম্পন্ন শিক্ষক। উত্তরা ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগদান করে থাকে।

উত্তরা ইউনিভার্সিটির বাংলা ও ইংরেজি বিভাগের যৌথ আয়োজনে বাংলা নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন প্রো-ভিসি ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ জন প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর এ প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা ও ফ্যাকাল্টি সদস্য হিসাবে কর্মরত আছেন। সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে এদের অবদান অবিস্মরণীয়।

অর্থবিত্ত : অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সম্পর্কে নেতিবাচক একটি ধারণা প্রচার আছে। বাণিজ্যিক ব্যাপারটিকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় বলেই অভিযোগ আছে। এ ব্যাপারে আপনার নিজস্ব বক্তব্য কী?

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা : এ প্রশ্নে দুটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে শিক্ষার মান সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা, অন্যটি হচ্ছে শিক্ষাকে বিণিজ্যিকীকরণ।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান প্রশ্নবিদ্ধ বলে মনে হচ্ছে। তবে আমার বক্তব্যে ইতোপূর্বে বলেছি উত্তরা ইউনিভার্সিটি প্রথম থেকেই শিক্ষার মানের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। যোগ্যতাসম্পন্ন দেশি-বিদেশি ডিগ্রিধারী শিক্ষক নিয়োগ করছে। মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের সুবিধার্থে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রাখছে। অতএব এ অভিযোগ উত্তরা ইউনিভার্সিটির জন্যে প্রযোজ্য নয় বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কর্মক্ষেত্রে এ বিশ্ববিদ্যলয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমাদের বিবেচনায় শিক্ষা কোন বাণিজ্যিক পণ্য নয়। এটি হচ্ছে মানুষ গড়ার মোক্ষম উপকরণ। একজন শিক্ষানুরাগী, স্বদেশপ্রেমী কখনই শিক্ষাকে ব্যবসার কাজে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন না বা শিক্ষা অর্থবিত্তের নিয়ামক হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধুমাত্র ছাত্র বেতনের ওপর নির্ভরশীল। ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে আদায়কৃত অর্থ শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন ভাতা এবং বিল্ডিং ভাড়া ও আনুসঙ্গিক খাতে খরচ হয়ে যায়। তাছাড়া স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ার লক্ষ্যে মহার্ঘদামে জমি কিনতে হয়। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে উত্তরা ইউনিভার্সিটিও যোগ্যতাসম্পন্ন, অভিজ্ঞ শিক্ষকদেরকে এক লক্ষ টাকার ওপর বেতন দিয়ে থাকে। তাছাড়া বাড়ি ভাড়া নিতে হলে বড় অঙ্কের এ্যাডভান্স দিতে হয়। এ সব খাতে অর্থ খরচ করার পর বাণিজ্যিক লিপ্সা চরিতার্থ করার জন্যে আর কোন অর্থ হাতে থাকে বলে আমার মনে হয় না। উপরন্তু এ অভিযোগগুলো সম্পর্কে কোন মহলের কাছে প্রামাণ্য দলিল আছে বলে আমার মনে হয় না।

অর্থবিত্ত : বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উপেক্ষিত। অনেক ইউনিভার্সিটিতে মাতৃভাষা বাংলা বিষয়ে কোন বিভাগ নেই। যেসব বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে বাংলা বিভাগ চালু আছে তার অধিকাংশতেই বাংলা বিভিন্নভাবে অবহেলিত বলে অভিযোগ আছে। মাতৃভাষার প্রতি কি এটি অবজ্ঞা বা অবহেলা নয়? আপনি একটি ইউনিভার্সিটির প্রায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত। আপনি এ বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন?

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা : উত্তরা ইউনিভার্সিটি বাংলা ডিপার্টমেন্ট চালু করেছে। এ ডিপার্টমেন্টে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকও নিয়োগদান করা হয়েছে। এ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। অতএব এ ডিপার্টমেন্টের প্রতি আমাদের সুনজর আছে।

বাংলা আমাদের রাষ্ট্র ভাষা। এ ভাষার জ্ঞান অর্জনে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত। ছাত্রছাত্রীরা যাতে বাংলায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারে সে জন্যে প্রত্যেক অনার্স প্রোগ্রামে বাংলা আবশ্যিক হিসাবে রাখা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু দাপ্তরিক কাজও বাংলায় পরিচালিত হয়। অতএব বাংলাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার জন্যেই আমরা এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমার বিশ্বাস মাতৃভাষায় ব্যুৎপত্তি ইংরেজি জ্ঞান অর্জনের কোন অন্তরায় হয় না।

অর্থবিত্ত : ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোকে সরকার বিশেষ কোন বিবেচনায় রেখেছে কিনা বা রাখা কতোটা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা : শিক্ষা বা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সম্পর্কিত শিক্ষা কারোর একার কাজ নয়। অতএব সরকারের উচিত সব বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পৃক্ত করা। উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি কোর্স গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হয়েছে। সব প্রোগ্রামেই কম্পিউটার কোর্স আবশ্যিক। উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিতে ডিগ্রি ও মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু আছে। সম্প্রতি উত্তরা ইউনিভার্সিটি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সও চালু করেছে। অতএব ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে উত্তরা ইউনিভার্সিটি কর্তৃক চালুকৃত বিভিন্ন প্রোগ্রাম সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

অর্থবিত্ত : দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক গড়ে তুলতে বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলো সরকারি ইউনিভার্সিটির তুলনায় কতোটা ভূমিকা রাখতে পারছে বলে আপনি মনে করেন?

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা : এ বিষয়ে কোন সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে কোন প্রামাণ্য দলিল আছে কিনা তা আমার জানা নেই। তাছাড়া দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক গড়ার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের যৌথ ভূমিকা থাকা বাস্তবসম্মত।

তাছাড়া তুলনার ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধার সমতা আছে কি না তাও বিবেচ্য। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য তা হচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে কোন সেশন জট নেই। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরই ফলাফল প্রকাশ করা হয়। অতএব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অন্তত আমাদের দক্ষ ও যোগ্য নাগরিককে হতাশা থেকে রক্ষা করতে পারছে।

এ প্রসঙ্গে আরও বলা দরকার যে বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগীর ভূমিকা পালন করছে। কারণ যোগ্যতাসম্পন্ন সব ভর্তিচ্ছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছে না।

অর্থবিত্ত : উত্তরা ইউনিভার্সিটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বলবেন।

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা : উত্তরা ইউনিভার্সিটির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি। এটি ২০০৩ সালের মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এ ইউনিভার্সিটিতে ১২টি ডিপার্টমেন্ট আছে। এ ইউনিভার্সিটির স্কুল বা অনুষদের সংখ্যা ৫টি এবং এসবের অনুষদের অধীন প্রায় ৩০ টি প্রোগ্রাম বা বিষয় চালু আছে।

বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস দুটি। উত্তরায় ৬টি ভবন এবং মিরপুরের ১ নম্বর গোল চক্করের কাছাকাছি একটি ভবনে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট চালুকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। সে কারণে বলা যায় যে, এ বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি বর্ধিষ্ণু বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এ ইউনিভার্সিটিকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে উত্তরার কাছাকাছি জমি ক্রয় করা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় ২০১০ সালে প্রণীত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, শিক্ষামন্ত্রালয় ও ইউ. জি. সি. কর্তৃক জারিকৃত বিধি বিধান দ্বারা পরিচালিত।

প্রফেসর ড. এম. আজিজুর রহমান এ ইউনিভার্সিটির বর্তমান মাননীয় উপাচার্য। তিনি আমেরিকা ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেছেন। শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষানুরাগী ছাড়াও তিনি একজন সুলেখক। বর্তমানে তিনি অর্থনীতি ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাঁর সুচিন্তিত মতামত লিখিত আকারে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করে যাচ্ছেন। এ ছাড়াও এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদক্ষ কর্মকর্তাগণ প্রশাসনিক কাজ এবং অভিজ্ঞ ফ্যাকাল্টি সদস্যগণ শিক্ষাদানের কাজ পরিচালনা করে যাচ্ছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে

ইউনিভার্সিটির একটি অনুষ্ঠানে (বাম থেকে) 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কল্যাণ ট্রাস্ট বোর্ড'-এর সদস্য সচিব শেখ হাফিজুর রহমান, ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. আজিজুর রহমান ও প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

মেধাবী অথচ গরিব শিক্ষার্থীর জন্যে বিনা বেতনে পড়াশুনার ব্যবস্থা অব্যাহত আছে। ক্রেডিট ট্রান্সফার প্রথা এ ইউনিভার্সিটিতে চালু আছে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্রেডিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়। তাছাড়া বিদেশেও এ ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার সুযোগ করে নিতে পারছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বিদেশি ছাত্রও অধ্যয়ন করছে। কারণ এ ইউনিভার্সিটির মিডিয়াম অব ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে মূলত ইংলিশ। তবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যেন ইংরেজি ও বাংলায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারে সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।

অর্থবিত্ত : দেশের বর্তমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করবেন।

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা : গণতন্ত্রে সহনশীলতা, পরমত সহিষ্ণুতা ইত্যাদি অত্যাবশ্যক। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে আমাদের রাজীতিবিদদের মধ্যে এসব গুণের অভাব আছে। অতএব রাজনীতির ক্ষেত্রের অস্থিরতা সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করছে। ফলে অর্থনৈতিক অবস্থাও নাজুক। বিশেষ করে দ্রব্য মূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি আপামর জনসাধারণকে বিব্রত করছে।

অর্থবিত্ত : জাতীয় বাজেট খুব শিগগিরই ঘোষণা করা হবে। আসন্ন এ বাজেট কেমন হওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন।

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা : আসন্ন জাতীয় বাজেট উদ্বৃত বা ঘাটতি কোন ধরনের বাজেট হবে তা এ মুহূর্ত বলা মুশকিল। তবে বাজেট যেন গরিববান্ধব হয়- সেটি প্রত্যাশিত। অর্থাৎ অত্যাবশকীয় পণ্যের ওপর করারোপ যেন সহনীয় হয় সেদিকে কর্তৃপক্ষকে লক্ষ রাখতে হবে। শিক্ষা খাতেও বাজেট বাড়ানো উচিত।

অর্থবিত্ত : আপনি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে এপার বাংলার সাহিত্য-চর্চা সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মূল্যায়ণ কি?

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা : স্বাধীনতার পর বাংলা সাহিত্য বিষয় বৈচিত্র্য এবং বিবিধমুখী সম্ভাবনা নিয়ে বিকশিত হতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং স্বাধীনতার চেতনাকে সম্পদ করে বাংলাদেশের লেখকরা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের কবিতায় মৌল চেতনা হচ্ছে প্রতিবাদ। অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক নীপিড়ন, সংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রভৃতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কবিতা উচ্চকণ্ঠ।

যুদ্ধ পরবর্তী উপন্যাসের মূল উপজীব্য হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এছাড়া যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, নর-নারীর মুক্তজীবন-যাপনের চিত্র ইত্যাদি বিষয়ও উপন্যাসে উঠে এসেছে।

স্বাধীনতার পর বাংলা সাহিত্যে যে শাখাটি সব চেয়ে বেশি সম্পদশালী বা অগ্রসর হয়েছে তা হচ্ছে নাট্য-সাহিত্য ও তার মঞ্চায়ন। এক্ষেত্রে সেলিম আল দীন, আস্কার ইবনে শাইখ, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখের নাম প্রণিধানযোগ্য।

অর্থবিত্ত : আপনাকে ধন্যবাদ।

ড. ইয়াসমিন আরা লেখা : আপনাকেও ধন্যবাদ। □